তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৩১

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি এবং বিএনপি'র যুগ্ম-মহাসচিব মোঃ হারুনুর রশিদ এমপি।

তারিখ- ১৯-০৬-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক কোভিড পরিস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে নেতিবাচকভাবে একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। উৎকণ্ঠা বাড়ছে বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে কোভিড পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সংকটটা বিশ্বজুড়েই আছে। দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি একেবারেই খারাপ এই মুহূর্তে বিশ্বে তবে ভারতের পরিস্থিতি খানিকটা উন্নতির দিকে হলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি গত কিছুদিন ধরে একটু অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং তারপর অনেকে মনে করেন যে ভ্যাকসিন থাকলে হয়তো সেই সংকট মোকাবেলায় সহজতর হতো কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়ে সংকট এখনো বাংলাদেশে কাটছে না আশাবাদী হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই। সরকার দিতে চেষ্টা আছে নানান মহল থেকে ভ্যাকসিনকে সংগ্রহ করবার। ভ্যাকসিন বা কোভিড পরিস্থিতি আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এখন আলোচনার আরো একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে যে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট। এই বাজেট নিম্ন বক্তব্য রয়েছে এটি অনেক কি ব্যবসা বান্ধব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে, কর্মচারীদের জন্য বাজেট বলছেন। অনেকেই বলছেন যে পিছিয়ে পড়া মানুষরা বাজেট স্থান পায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটি সময় উপযোগী বা যুগোপযোগী বাজেট। সর্বস্তরে ভেতরে বাইরে এ বাজেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ৩০ শে জুন যখন বাজেট পাস হবে তখন আসলে দেখা যাবে কতটা এই সব কথাবার্তা সেখানে গৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ অতীতে ট্রেডিশন সেটি বলে। সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য দুইটা প্রধান রাজনৈতিক দলের দুজন নেতা, দুজন সংসদ সদস্য আজকের স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং জাতীয়

সংসদ অসীম কুমার উকিল। আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব এবং জাতীয় সংসদ সদস্য মোঃ হারুনুর রশিদ। স্বাগতম আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার অসীম কুমার উকিল আপনার কাছ থেকে একটু প্রথমে শুনতে চাবো কোভিড পরিস্থিতি কেমন, ভ্যাকসিন নিয়ে যে সংকট সেটা কোথায় নিয়ে গিয়ে আমাদের দাঁড় করাচ্ছে?

অসীম কুমার উকিলঃ প্রিয় দর্শক কোভিড পরিস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে নেতিবাচকভাবে একটা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। উৎকণ্ঠা বাড়ছে বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে কোভিড পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সংকটটা বিশ্বজুড়েই আছে। দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি একেবারেই খারাপ এই মুহূর্তে বিশ্বে তবে ভারতের পরিস্থিতি খানিকটা উন্নতির দিকে হলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি গত কিছুদিন ধরে একটু অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং তারপর অনেকে মনে করেন যে ভ্যাকসিন থাকলে হয়তো সেই সংকট মোকাবেলায় সহজতর হতো কিন্তু ভ্যাকসিন নিয়ে সংকট এখনো বাংলাদেশে কাটছে না আশাবাদী হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই। সরকার দিতে চেষ্টা আছে নানান মহল থেকে ভ্যাকসিনকে সংগ্রহ করবার। ভ্যাকসিন বা কোভিড পরিস্থিতি আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এখন আলোচনার আরো একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে যে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট। এই বাজেট নিম্ন বক্তব্য রয়েছে এটি অনেক কি ব্যবসা বান্ধব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে, কর্মচারীদের জন্য বাজেট বলছেন। অনেকেই বলছেন যে পিছিয়ে পড়া মানুষরা বাজেট স্থান পায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটি সময় উপযোগী বা যুগোপযোগী বাজেট। সর্বস্তরে ভেতরে বাইরে এ বাজেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ৩০ শে জুন যখন বাজেট পাস হবে তখন আসলে দেখা যাবে কতটা এই সব কথাবার্তা সেখানে গৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটি না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ অতীতে ট্রেডিশন সেটি বলে। সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য দুইটা প্রধান রাজনৈতিক দলের দুজন নেতা, দুজন সংসদ সদস্য আজকের স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং জাতীয় সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল। আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব এবং জাতীয় সংসদ সদস্য মোঃ হারুনুর রশিদ। স্বাগতম আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার অসীম কুমার উকিল আপনার কাছ থেকে একটু প্রথমে শুনতে চাবো কোভিড পরিস্থিতি কেমন, ভ্যাকসিন নিয়ে যে সংকট সেটা কোথায় নিয়ে গিয়ে আমাদের দাঁড় করাচ্ছে?

অসীম কুমার উকিলঃ এটা আমরা কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার সরকার প্রধান সবাই মিলে চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন বিকল্প রাস্তাগুলো পেয়েছি আমরা ইতিমধ্যে।

যেগুলো আপনার চীন থেকে আসা, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করা, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের গৃহীত পদক্ষেপ সবকিছু মিলিয়ে এটা একটা অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এখনো পিকচারটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার আমি তা বলছি না। স্পষ্ট তা বলছিনা অস্পষ্টতা আছে কিন্তু অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল সেই অনিশ্চয়তাটা আমরা কাটিয়ে উঠছি। আমি বিশ্বাস করি ভ্যাকসিনেরও ধরেন আমরা যখন শুরু করেছি কোন ভ্যাকসিন একটি বা দুটি এখন ভ্যাকসিন তো যেমন ভারতে ছয়টা ভ্যাকসিন আসছে। ওরাল ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন, বিভিন্ন স্যাম্পল বিভিন্ন দেশ থেকে প্রোডাকশনের দেয়ার কারণে আমাদের জায়গা গুলো সহজ হচ্ছে। এবং আমি বিশ্বাস করি সামনের দিনগুলোতে অনিশ্চয়তা সম্পূর্ণ কেটে যাবে আমরা সফলতার সাথে এটা মোকাবেলা করতে পারব। কিছু সংকট থাকার পরও আমরা এটা মোকাবেলা করতে পারব কারন আমাদের পলিসিগতভাবেও আছে ভ্যাকসিন সরবরাহের ক্ষেত্রে টাকাপয়সা কোনো সংকট হয়ে দাঁড়াবে না। বাধা হয়ে হয়ে দাঁড়াবে না এটা একটা বড় পদক্ষেপ বা বড় মেসেজ যেই মেসেজের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাব বলে আমরা মনে করি।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার হারুনুর রশিদ।

মোঃ হারুনুর রশিদঃ জ্বি ধন্যবাদ আজকের চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রার এই অনুষ্ঠানে

জিল্লুর রহমানঃআপনার আপনার অঞ্চল আপনার অঞ্চল তো এখন বেশ ভালনারেবল।

মোঃ হারুনুর রশিদঃ হ্যাঁ এবং আজকের উপস্থাপক জনাব জিল্লুর ভাই এবং সমালোচক মাননীয় সংসদ জনাব অসীম দা সবাই যারা দেশ-বিদেশে আজকের আমাদের তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানটি দেখছেন সকলকে আমার শুভেচ্ছা রইল। বাংলাদেশের বর্তমান কোরোনা কিংবা কোভিড নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সত্যিকার অর্থে উদ্বেগের। আমরা বলা যায় যে গত প্রায় দেড় বছর পূর্বে দেশে করোনা সংক্রমনের খবরটি আমাদের কাছে আসে। বাংলাদেশে মার্চে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। দীর্ঘ সময় আমাদের করোনার জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল করোনা মোকাবেলার করার জন্য যে ধরনের আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে সকল রাষ্ট্রগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সবথেকে বেশি উদ্বেগের গত চার-পাঁচ মাস আগে ভারতে ভয়ানকভাবে প্রায় বেশকিছু রাজ্যে করোনা এতো ভয়ানক বিস্তার ঘটে যেখানে

তারা বেসামাল হয়ে পরে। এবং সেখানে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছি তাদের মৃত ডেডবডিগুলো তারা সৎকার করতে পর্যন্ত পারেনি পানির নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে সময় আমাদের সরকারের কাছে প্রস্তাব ছিল যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং বিরাট সীমান্ত এলাকা। সীমান্তটাকে আমাদের সুরক্ষা করা দরকার যেন সেখানে আমাদের বৈধ এবং অবৈধ কোন নাগরিক কোন ভাবেই আমাদের সেই সময় যেন নাগরিকরা ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াত করতে না পারে। এবং আপনারা জানেন যে এখন কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেকগুলো আপনার কাস্টমস বর্ডার যেটা তৈরি হয়েছে। পোর্ট, ল্যান্ডপোর্ট গুলো যেগুলো হইছে সেগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত ভারত থেকে পর বিভিন্ন পণ্য আমদানি রপ্তানি হচ্ছে সেখানে যে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার ছিল হঠাৎ একটা ট্রাকের ড্রাইভার হেলপার আসে সহকারি আসে এবং তারা মালামাল আনলোড করে আবার ফিরে যেতে প্রায় দেখা যায় কেউ একদিন কেউ দুই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন কারণে এইযে বিপুল পরিমানে ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে সেখানে তাদের কর্মযজ্ঞ করছে সেই জায়গাটাকে যেভাবে আমাদের সুরক্ষা করা দরকার ছিল সেই জায়গাটা সরকার সত্যিকার অর্থে সুরক্ষা করতে পায়নি। যে কারণে আপনি লক্ষ্য করেছেন গত একমাস যাবত সারা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে কিন্তু ভয়াবহ আকারে করোনা বিস্তার ঘটেছে। আজকের আছে হসপিটালের যে খবর সেখানে গত ২৪ ঘন্টা ১২ জন আপনার করোনা রোগী মারা গিয়েছে। এবং সেখানে যে তিনশত, সাড়ে তিনশতের মত করোনা বেড তৈরি করা হয়েছে কোন সিট খালি নাই। চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাত্র ২০টি বেড ছিল সেখানে বর্তমানে গত একমাসে ৫০ ৫০ থেকে ৬০-৭০ টা পর্যন্ত করণা ইউনিটে ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে সেখানেও কোন জায়গা নাই। অনেক রোগী এখনো কিন্তু পাইপ লাইনে আসে নাই কোন রোগী সুস্থ হলে বা কোন রোগে মারা গেলে ওই শূন্য জায়গাগুলোতে নতুন রোগী এসে ভর্তি হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে এটি খুবই উদ্বেগের যে কারনে এই করোনাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যে প্রস্তুতি দরকার ছিল এক বছরে, প্রত্যেকটি জেলাগুলোতে অন্তত করোনার ল্যাব স্থাপন করার দরকার ছিল করোনা টেস্টের জন্য টেকনোলজিস্টের যে চাহিদা সেই জায়গাগুলো টেকনোলজিস্ট, প্রশিক্ষণ টেকনোলজিস্ট দেয়ার দরকার ছিল। এবং করোনা ইউনিট সেখানে অক্সিজেন সরবরাহের করার ব্যবস্থা ছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় ৬৪জেলার মধ্যে এখনো প্রায় ৪০ টি, ৪২টি এলাকায় করোনা ইউনিট তো দূরের কথা আপনার আইসিউ স্থাপন বা অক্সিজেনের প্রয়োজনের যে ব্যবস্থা সেটাই আমরা করতে পারিনি। অথচ বাজেটে কিন্তু যেটা আমাদের মাননীয় সদস্য বললেন যে অর্থের অভাব ছিল না অর্থাৎ যে বাজেটে বরাদ্দ ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, দুর্নীতি কেনাকাটা এ সমস্ত কারণে এই

জায়গাগুলোয় তারা মনোযোগ দিতে পারেনি। মনোযোগ দিতে না পারার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিন্তু এখন জনদুর্ভোগ বেড়ে গেছে। আজকে অনেক জেলায় তো লকডাউন দিচ্ছে। এবং প্রায় ১২, ১৩ টি জেলা এখন লকডাউন কন্টিনিউ করছে। লকডাউন কন্টিনিউ করার মানে কি মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে মানুষের কর্ম হারাচ্ছে মানুষ জীবন-জীবিকা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সার্বিকভাবে আমি বলব আমরা যেটা হারিয়ে ফেলেছি ব্যাকে সেটা আমাদের আলোচনা সমালোচনা হবে না। আমাদের ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে করোনা কতদিন কন্টিনিউ করবে আমি গতবারও বাজেটের বলেছিলাম এবারও আমার বাজেট বক্তৃতায় বা সংসদে যখনই বলছি যে সত্যিকার অর্থে করোনা মোকাবেলার জন্য করোনা সাথে যুদ্ধ নয় এটা অদৃশ্য শক্তি। একটা অদৃশ্য ভাইরাস যা চোখে দেখা যায় না। সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়। এখানে আমাদের করোনা মোকাবেলা করার রোড ম্যাপ দরকার যে স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদি, এক্ষেত্রে যে রোডম্যাপটা আমাদের প্রণয় করতে হবে তার মধ্যে প্রথমত হচ্ছে যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপার। এটিই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে করোনা রোগীদের যে জীবন বাঁচানোর যে প্রক্রিয়াগুলো স্বীকৃত সারাবিশ্বে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। হসপিটাল গুলোতে জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে ২০ কোটি মানুষের দেশ। দুই নাম্বার হচ্ছে আজকে স্টাবলিশ মোটামুটি ভাবে যে সমস্ত উন্নত বিশ্বগুলোতে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চায়না আজকে ভ্যাকসিন দেয়ার ফলে সেখানে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ফিরে এসেছে। সুতরাং আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ বন্ধ আজকের ছেলেমেয়েরা আছে কোথায় যাচ্ছে? আজকে যে কারণে আমাদের যত দ্রুত সম্ভব ভ্যাকসিন একটা রোডম্যাপ সরকারি ঘোষণা করতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ একটা রোডম্যাপ তো যদি আমরা বাজেটের দিকে তাকাই বাজেট বক্তৃতায় সেখানে আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বছরে ২৫ লাখ করে টিকাদান আমি হিসাব করে দেখেছি যে ৮ বছরের বেশি সময় লাগবে যদি বাংলাদেশের বয়স মোটামুটি ভ্যাকসিন নেওয়ার মতো তাদের যদি টিকা দেয়া হয়।

মোঃ হারুনুর রশিদঃকারণ হচ্ছে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২৫ লক্ষ করে আপনার শিক্ষা কর্মসূচির কথা বলেছে এখন আবার ২৫ লাখ টাকার কোনো নিশ্চয়তা পায় নি আমরা কোথা থেকে টিকিট সংগ্রহ করব তারা আমাদের ঠিকা দিবে……

জিল্লুর রহমানঃ সেটি তো এক কথা ২৫ লাখ যদি পাওয়া যায় ২৫ লাখ করে যদি টার্গেট থাকে তাহলে তো লাগবে ৮ বছরে৮ও বেশি সময়।

মোঃ হারুনুর রশিদঃ২৫ লাখ আবার অর্থমন্ত্রী বলছেন যে ৮০ পার্সেন্ট লোককে আমরা টিকার আওতায় নিয়ে আসব এক বছরের মধ্যে তাহলেটা ১৫কোটি মানুষের জন্য তো আমার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারকে বলেছি যে সরকারি পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রন করে আমরা যেভাবে গতবার টিকা সঙ্গে চেষ্টা করেছিলাম সেটা বাদ দিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে সরকারের মাধ্যমে যেটুকু আমরা পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব যেখান থেকে করোনা উৎপাদন হচ্ছে দেশে দেশিয় উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং বেসরকারি পর্যায়ে উন্মুক্ত করে দেওয়া সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকে তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমি মনে করি খুব তাড়াতাড়ি নাগরিকদেরকে এই টিকা ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে পারব। এটার জন্য সরকারের সদিচ্ছা লাগবে শুধু ভাষণ দিয়ে হবে না সরকার টাকা সমস্যা নাই এসব এসব না বলে এবারে সুস্পষ্ট জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে হবে যে দিসিজ মাই প্রোগ্রাম। না করলে আমার দীর্ঘ মেয়াদে কি প্রোগ্রাম আছে, স্বল্পমেয়াদী কি প্রোগ্রাম আছে না হলে আমাদের অর্থনৈতিক যত পরিকল্পনা গ্রহণ করি না কেন সমস্ত কিন্তু ভেস্তে যাবে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কোভিডেড় পরে সারা সারাবিশ্বে কিন্তু নতুনভাবে অর্থনীতির পুনর্গঠন শুরু হবে। যারা কোভিডি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হবে তারা কিন্তু একেবারেই বিপর্যস্ত হবে যে কারণে আমি মনে করি যে সরকার যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে জনগণকে আশ্বস্ত করুক যে আমরা কোভিডের ব্যাপারে প্রোগ্রাম নিচ্ছে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার অসীম কুমার উকিল

অসীম কুমার উকিলঃ না আপনার যেই কথাগুলো বলা হয়েছে আর কি এগুলোর সাথে দ্বিমত করার কোন বিষয় নেই। আবার স্ট্যাটিস্টিক যা বলা হয় ২৫ লক্ষ বা ২০ লক্ষ এই আলোচনাটা করা যায় কিন্তু বলছি আরকি একটা সময় ছিল যে ভ্যাকসিন একটি টাইপ ছিল এখন ছয়টা টাইপ আছে। আবার ওরাল ভ্যাকসিন ও বের হচ্ছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি রোডম্যাপ অবশ্যই থাকা দরকার। রোড ম্যাপের উপর ডিপেন্ড করে অগ্রসর হলে পরিকল্পনা ভালো অগ্রসর হয়। সিচুয়েশন টা দিনে দিনে পাল্টাচ্ছে পজিটিভলি। আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসছে। আমাদের দেশেও কিন্তু একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রোডাকশন করার জন্য দুটো ফার্ম অনুমতি দেয়া হয়েছে তারা এগুলোর উপর কাজ করছে। আবার যেটা বলছি যে রাতারাতি তো এই জিনিসগুলো করা সম্ভব নয়। অদৃশ্য শক্তি আমরা বিপর্যস্ত হয়েছে শুধু কি আমরা বলতে তো হোল্ড ওয়ার্ল্ড আমরা ইয়ে করেছি আবার ট্রাম্পের আমলে এক রকম চলছে। বর্তমান প্রেসিডেন্টের আমাদের

চেহারাটা ভিন্ন। তারা বলছে যে জুন মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে করোনা ফ্রী ঘোষণা করবে ফলে তার যে রও ম্যাটেরিয়ালসটা ভারতে আসতো ভারতের শ্রীরাম ইনস্টিটিউটের সি ই ও উনিত ভাইগা চলে গেছেন। বিষয়টা এইরকম যে যখন প্রকোপ বাড়ছে চারিদিকে প্রেসার বাড়ছে তখন সে রীতিমত পালিয়ে গেছে। বিদেশে চলে গেছে। না আমাদের এখানে কি রও ম্যাটেরিয়ালস যেটা আমেরিকার রও ম্যাটেরিয়ালস যেটার উপর নির্ভর করে আসে সে সাপ্লাইটা বন্ধ করে দিয়েছে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেছে। আমেরিকাকে তার জায়গাটা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এফেক্ট হচ্ছে ভারতে এফেক্ট হচ্ছে আমরা। আবার এটাও টু এই জায়গাটা কিন্তু অনেকটাই ইজি হয়েছে। যেহেতু জুন মাসের ভেতরে আমেরিকা করোনা ফ্রী হবে ঘোষণা করেছে। জুন মাস থেকে সবকিছু স্বাভাবিক হবে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্যে সবকিছু ওপেন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তখন জিনিসটা যখন সহজ হয়ে যাচ্ছে রও মেটেরিয়াল সাপ্লাই আর যারা তারা উন্মুক্ত হবে। আমি বলছি না সেরামের ওপর নির্ভর করে একমাত্র তানা বাকিগুলোও তো হচ্ছে। চীনের সাথে আলোচনা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আলোচনা চলছে, আমেরিকার সাথে হচ্ছে। অন্য দেশের সাথে বিষয়গুলো হবে আমরা প্রোডাকশনে যাবো। যতগুলো জায়গায় একটা জায়গাতে স্ট্রীকট আজকে থেকে একটা সময় ছিল যখন আলোচনা চলছিল যখন বেক্সিমকো সাথে আলোচনা হল সিরামের। সেই সময়টাতে তো এটা বিকল্প কিছু ছিল না। আজকে তো সেই জায়গায় তো সেই জায়গায় থেমে নেই। আবার একেবারে ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে না হ্যাঁ এটা অনেকেই অনেক ভ্যাকসিন উৎপাদন করেছে। সেখানেও ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সবগুলোকে পারমিট করে মার্কেটে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঐরকম প্রযোজ্য। ফলে আমি এটা বিশ্বাস করি সময়টা হয়তো বেশি লাগছে কিন্তু জায়গাটা সকলের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে।

জিল্লুর রহমানঃ বাটা ওই জায়গায় আপনি খুব একটা একমত নন যারা বলছেন যে একাধিক সোর্সের উপরে নির্ভর করা উচিত ছিল। প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় একটি কোম্পানির উপর বেক্সিমকো উপরে ...

অসীম কুমার উকিলঃ তখন কি পাঁচটা কোম্পানি ছিল যাদের সাথে আলোচনা করা যেত।

জিল্লুর রহমানঃ পাঁচটা না চীনের সঙ্গে আলোচনা সাইমনট্রেনইয়েসলি ছিল পরে সেটি এগোয়নি।

অসীম কুমার উকিলঃ সেক্ষেত্রে নামের উপর নির্ভরশীল হওয়া যথেষ্ট কারণ ছিল যৌক্তিক ভাবে। গ্লোবাল একটা বড় প্রতিষ্ঠান যেই প্রতিষ্ঠান এরকম ভ্যাকসিন গুলো উৎপন্ন করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে। যেটা গ্লোবালি সাপ্লাই দেওয়া হয়। সেখানে এটা একটা সাফিসিয়েন্ট জায়গা ছিল। সেলফ-স্যাটিসফ্যাকশন নেয়ার মত জায়গা ছিল। এখন বলতে পারে আমরা সালমান রহমানের কোম্পানিতে কেন গেলাম। সেটি ভাই পছন্দ-অপছন্দ জায়গা চলতে পারে। বেক্সিমকো মার্কেটিং এএক্সপার্ট কিনা তখন দেখা যাবে না তারা এক্সপার্ট। তাদের যে ম্যানপাওয়ার আছে সারাদেশে বাংলাদেশে তাদের যে অফিসগুলো আছে, তাদের যে সিস্টেমগুলো আছে সিস্টেমগুলো এরকম ভ্যাকসিন কে মার্কেটিং করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল। সহায়ক শক্তি ছিল সে ভাবে করা হয়েছে। তখন বিকল্প চিন্তা টা আসেনি। কিন্তু যখন বিকল্প চিন্তাটা এসেছে তখনই আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। চীন থেকে বিকল্প চিন্তা আসার সাথে সাথে, আলোচনা করার সাথে সাথে ভ্যাকসিন এসেছে আবার আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আলোচনা চলছে। কিন্তু বিধান পিরিয়ডে একটি…

জিল্লুর রহমানঃ আপনি মনে করছেন যে, সেটি সেভাবে ঠিক ছিল ।

অসীম কুমার উকিলঃ হ্যাঁ একটি কোম্পানির সাথে চুক্তি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল। হয়তো এটা নিয়ে এখন কথা বলার সুযোগ হয়েছে কথা বলাটা আমরা গ্রহণ করছি না, ডিনাই করছি না। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য হারুন ভাই যা বলছে সঠিক না আমি তা বলছি না। এই অপশনটুকু আছে। সরকার দিক থেকে ডিসিশন নেয়ার জায়গাটুকু যেমন আছে। বিরোধী দল থেকেই এই আলোচনা সমালোচনা করার সুযোগ আছে। আমরা ৮ ই মার্চ মনে আছে যেদিন আমরা করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সেদিন বাংলাদেশে করোনার টেস্টের একটি ল্যাবরেটরী ছিল ঢাকায়। আমি আজকে যখন কথা বলছে তখন শতাধিক ল্যাবরেটরী আছে। হ্যাঁ আলম ভাই বলছে যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে পিসিআর মেশিনটা নাই ঠিক আছে। কিন্তু উনি কিন্তু এটাও বলেছেন বর্তমানে ২০ জন রোগী ৫০ জন রোগী পরে ৭০ জন, ৮০ জনের অন্তত একোমোডেশনে রাখা হয়েছে। আমার দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা আছে এটার পক্ষে সাফাই না গেয়ে আমি যে কথাটা বলতে চাই এরকম একটি দুর্যোগে মহা দুর্যোগ এবং পৃথিবীব্যাপী দুর্যোগ সেই দুর্যোগে যেটুকু আছে সেইটুকুনকেই প্রপার কাজে লাগানো। অনিয়ম অনাচার দুর্নীতি যতোটুকু বলছেন তার চাইতেও বেশি আমার কাছে মনে হয় অদক্ষতা। আমাদের সেই মানবসম্পদ গড়ে তোলা সেই জায়গাগুলো আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার আমরা এমপি হিসেবে যখন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কাজ করতে যাচ্ছি আপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে যেই লিমিটেশনগুলো আছে আমরা দেখেছি

আগে এটি আসলে অদক্ষতা। অদক্ষতা পাশাপাশি যুগোপযুগী করে জিনিসগুলো কে গড়ে তোলার সেই বিষয়গুলো আছে। সক্ষমতা বা একটা টেকনোলজি তৈরি করা আমরা গভর্মেন্টের যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমে ডক্টর অ্যাপার্টমেন্ট খুব সহজ কিন্তু আমাদের এক্স মেশিনের অপারেটরকে নিয়োগ কত কঠিন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ফুল সিস্টেমটা এরকম করা আছে হ্যাঁ এটা কিন্তু যুগোপযোগী করতে হবে। যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা দীর্ঘদিনের নিয়োজিত যেই সমস্যা সেই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার হারুনুর রশিদ সংসদের বাজেট বাজেটে সংসদ আলোচনায় আছেন আপনারা কেমন হলো বাজেট আসর শেষ পর্যন্ত কি আলোচনা আপনার সংসদে করেন এবং এই যে আলোচনা করছেন মাসব্যাপী কি মনে হয় শেষ পর্যন্ত সংসদে বাইরে যে আলোচনা আছে অর্থনীতিবিদরা করছেন, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ করছেন, নাগরিক সমাজের ব্যক্তিবর্গ করছেন আপনারা সংসদে করছেন। অর্থমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কতটা গ্রহণ করবেন এবং কতটা বর্জন করবেন ?
মোঃ হারুনুর রশিদঃ জি ধন্যবাদ। এখানে আমি ভ্যাকসিন এর ব্যাপারে ছোট্ট একটি কথা বলি তারপর বাজেটে ব্যাপারে বলবো ভ্যাকসিন বিষয়টা আসলে হচ্ছে যখন ভ্যাকসিন আবিষ্কার হল বা ভ্যাকসিন এর ব্যাপারে ট্রায়াল' বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ কোম্পানি থেকে শুরু হল আমরা বলতে দ্বিধা নাই যে বাংলাদেশে এখন ভূরাজনৈতিক একটা বলয়ের মধ্যে অবস্থান করছে এবং সেই বলয় থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ইট ইজ ভেরি টাফ। তো সেই ক্ষেত্রে তখন চায়না রাশিয়া কিন্তু ভ্যাকসিনের ট্রায়ালের জন্য এসেছিল। আমরা কিন্তু তাও তাদের আইনের সুযোগ টা দেয়নি। আমরা যদি সেই সময় তাদেরকে ট্রায়ালের সুযোগটা দিতাম তাহলে এখন আমরা যে অন্যান্য সোর্সের পিছনে ছুটাছুটি করছি দৌড়াদৌড়ি করছি এটা সহজ হত। এটাতো আমার বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আপনার ভারত, অস্ট্রেলিয়া সহ একটা জোর তৈরি চেক চিন তার পলিটিক্সের মধ্যে কিন্তু আমরা পরে আছি। যে কারণে এতটা সহজে আপনার মিডিয়াতে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে এই ভ্যাকসিন আমাদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ইস ভেরি টাফ। আমি আপাতত মনে করছি তবে আমার প্রত্যাশা হচ্ছে...

জিল্লুর রহমানঃ পলিটিক্স আরও জটিল হবে সামনের দিনগুলোতে

মোঃ হারুনুর রশিদঃ তবে আমার প্রত্যাশা করবো যে এই জটিলতা কাটিয়ে উঠে আমাদের এই ২০ কোটি মানুষের অথবা ১৮কোটি মানুষের একটা সপ্তম অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশে এই অবস্থায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে বাইরের প্রশাসন বলেছেন যে মেগাস্বত্ব ওপেন করে দিতে হবে। এটা যদি

ওপেন করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কোম্পানি আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারব।

অসীম কুমার উকিলঃ করতে পারবো।এইসব ক্ষমতা আমাদের আছে কোন কোন কোম্পানির।

মোঃ হারুনুর রশিদঃ বাজেটের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে যে বাজেট কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমপিদের ভূমিকা একেবারেই নাই। আমরা আমি ৯৬ সাল থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য এবং এই বাজেট প্রণয়নে এমপিদের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমানের কাছে আমরা আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দরা আমরা পার্টির সংসদীয় কমিটির মিটিংয়েও বলেছিলাম যে বাজেটের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমপিদের ভূমিকা বা এমপিদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করার জন্য সেসময় কিন্তু তৎকালীন সাবেক অর্থমন্ত্রী আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কমিটির সভাপতিবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য অন্যান্য যারা অর্থনীতিবীদ আছে আমাদের এনএসসি আমাদের হল রুম আছে সেখানে কিন্তু উনি প্রায় বাজেট প্রণয়নে পূর্বে উনি আমাদের সাথে আলোচনা করতে ডিসকাস করেন তারপর বাজেট যেভাবে উনি দেয়ার দিয়েছেন। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে বাজেট নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশের অর্থনীতিবিদরা যথেষ্ঠ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে এবং বাজেটের যে গতানুগতিক আর আমরা বলছি যে কোভিডকালীন সময়ে জন্যে একটা বিশেষ বাজেট কোভিড মোকাবেলার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করে বাজেট প্রণয়ন করা হোক। গতবছরেরও হয়নি এ বছরেও হয়নি। গত বছরের ৫লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ছিল এ বছর ৬লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট হইছে। এবং ৫০ বছর আমাদের দেশের এইযে সুবর্ণজয়ন্তীর বাজেটটে আমি বলব যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিই হচ্ছে সবচাইতে বেশী বৈদেশিক ঋণ নির্ভর, অভ্যন্তরীণ ঋণ নির্ভর এবং সবচাইতে বেশি ঘাটতি বাজেট। গত বাজেট কিন্তু সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গত বাজেটে যেখানে সম্পূরক বাজেট পাস হলো সেখানে ৩০ হাজার কোটি টাকা এডিপি থেকে বাদ দিতে হইছে। এবং আরো প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা যেটা আমাদের ৩ লক্ষ কোটি টাকা আমাদের রাজস্ব আয় বলেন দেখানো হইছে সেখানে কিন্তু এপ্রিল পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ২লক্ষ কোটি টাকা ১ লক্ষ কোটি টাকার ঘাটতি আছে। বিশাল পরিমাণের এই ঘাটতি এটা নিয়ে আগামী বাজেট আমাদের বাস্তবায়নের যে সক্ষমতা বা যেই দক্ষতার প্রয়োজন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই দক্ষতা বা সক্ষমতা এই কোভিডকালীন সময়ের মধ্যে এটা আমাদের জন্য অসম্ভব চ্যালেঞ্জ। অসম্ভব চ্যালেঞ্জ। আমি বাজেটের অবশ্যই সাফল্য কামনা করব কিন্তু একটা মিনিমাম সাফল্য বা প্রত্যাশার তো

একটা সীমা থাকতে হবে। যেই বাজেটে আমি এখন যে তৃতীয় ঢেউয়ের যে উদ্বেগ যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমার আয় কমছে। অথচ আমি আয় বেশি দেখাচ্ছি আগামী বাজেটে। আমি আগামী বাজেটে ব্যয়ের খাত বেশি দেখাচ্ছি। এক্ষেত্রে খাতগুলো প্রতি সবচাইতে বেশি নজর দেয়া দরকার ছিল বিশেষ করে সামাজিক সুরক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, আপনি মেগা প্রকল্প আপনি এই দুই বছর পর আমাদের উপর পারমিক প্রকল্প এখন তো প্রয়োজন ছিল না। আমাদের যে জলবায়ু যে পরিবর্তন আজকে গতবছর চারবার বন্যা হয়েছে। আমাদের উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৪৫ ডিগ্রি টেম্পারেচার উঠেছে। ভয়াবহ ৬ মাস থেকে কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। আমরা দেখলাম যে আমাদের উপকূলীয় এলাকা গুলোতে ২০২০ সালে, ২০১৯ সালে, এই সালে কি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইছে যাওয়ার সময় সুতরাং এই দুর্যোগ থেকে মানুষের সম্পদ, মানুষকে বাঁচানোর জন্যে ভালো করে এই সমস্ত অর্থই এই সকল মেগা প্রকল্পে এই সেতহস্তী প্রকল্পগুলোতে ব্যয় না করে আমি সুনির্দিষ্টভাবে তৃতীয় মাত্রা মাধ্যমে বলতে চাই যে সরকারকে অবশ্যই আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ী বেড়িবাঁধগুলো ৫০ বছরে আমরা সামান্য কিছু বেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে পেরেছি। এখানে আমাদের ধরে নিতে হবে যে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে এতে এত বড় বড় কিন্তু অতীতে বড় বড় টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় বা এই ধরণের দুর্যোগ হয়নি। আমরা প্রতিবছরই এগুলো ফেস করতে হচ্ছে। তাহলে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের এলাকার জনসম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ গুলো কে রক্ষা করার জন্য কিন্তু আমাদের বাজেটে প্রয়োজনে অর্থ বরাদ্দ রাখা সেই দিক নির্দেশনা থাকা দরকার ছিল। সেই জিনিস গুলো আমরা বলছি বাজেটের মধ্যে দুটো বেশ আমাদের সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার এক নাম্বার হচ্ছে স্বাস্থ্য, সুরক্ষা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের সামাজিক সুরক্ষার যারা আজকে কর্মহীন হচ্ছে, বেকার হচ্ছে যার আজকে দরিদ্র হচ্ছে এদেরকে মিনিমাম অন্যান্য বিশ্বে যেভাবে তাদের যেরকম পশ্চিমবাংলায় তারা সেখানে কার্ড দিয়েছে কার্ডের মাধ্যমে সেখানে অনিয়ম নাই। সেখানে তারা সুষ্ঠুভাবে গরিব মানুষদের বাড়িতে পর্যন্ত খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। তাদের সার্ভিস দেয় সেই জায়গায় আমরা এই জায়গাগুলো নিতে পারি এই জায়গাগুলো থেকে উদাহরণ নিয়ে স্বচ্ছ কার্ড তৈরি করে তাদেরকে কিন্তু আমরা দিতে পারি। কোভিড কতদিন আমাদের মোকাবেলা করতে হবে কোভিড কতোদিন স্থায়ী হবে সেটি আল্লাহপাক জানে। আমরা বলতে পারব না। আমরা প্রত্যাশা করব যত দ্রুত সম্ভব আমরা যেন কোভিড থেকে পরিত্রান পায়। আর তৃতীয়ত হচ্ছে অবশ্যই বাজেটের মধ্যে আরেকটি খাত আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে সবচাইতে সেটি হচ্ছে জলবায়ুর যে পরিবর্তন কারণে যে আমাদের বৈশ্বিক যে পরিবর্তন হচ্ছে এই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার অসীম কুমার উকিল।

অসীম কুমার উকিলঃ ঘাটতি বাজেট, ঋণরিনির্ভর বাজেট

জিল্লুর রহমানঃ আমি জাস্ট একটা ছোট প্রশ্ন করি আপনি আপনার টা বলবেন যেমনটা মিস্টার হারুনুর রশিদ বলছিলেন যে বাজেট প্রণয়নের সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা নেই। সংসদ অধিবেশনের সংসদ সদস্যরা যে বক্তৃতা সেটা কত ভাগ বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর যেটা বাজেট কেন্দ্রিক আলোচনা করেন সেটাই বা মন্ত্রীরা মন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেন? বাইরের টা বা সংসদের বাইরেরটা আমি বাদই দিলাম।

অসীম কুমার উকিলঃ মাননীয় সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ যেটা বলছিলেন যে ৯৬ থেকে আছেন উনার অভিজ্ঞতা আরো বেশি। এই কথাটা মোটাদাগে যেই কথাটা বলেছে সেটার সাথে ডিফার করার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের কতটুকু সম্পৃক্ততা আছে। না সম্পৃক্ততা আছে এটা না কিন্তু মন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় যখন এই কাজটা শুরু করে তখন রেস্পেক্টেদ সেক্টরগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা করে সেখানে আমরা না সত্যি কথা বলতে

জিল্লুর রহমানঃব্রওক ব্যুরোক্রেসসা।

অসীম কুমার উকিলঃ ব্যুরোক্রেসসা না ধরেন আমার বিজিএমআইএর সাথে একটা আলোচনা হতেই পারে। না পরে শিল্প বণিক সমিতির সাথে আলাপ হচ্ছে, পরিবহন শ্রমিকের সাথে আলাপ হচ্ছে, ব্যুরোক্রেসির সাথে আলাপ হচ্ছে উনাদের রেস্পেক্টিভ সেক্টরগুলো নিয়ে জায়গাগুলোতে হ্যাঁ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে বসছে কি কি দরকার কি কি করনীয় সবগুলো সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সাথেও বসছে কি কি করনীয় এই আলোচনা গুলো হচ্ছে না তানা। এটা অর্থমন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রণালয় সেই জায়গাগুলো একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করেন। কয়টা যখন আমাদের সংসদে উত্থাপন করা হয় তখন আমাদের আলোচনা হয় কথা হচ্ছে গিয়ে এই আলোচনা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয় বলা হয়। হ্যাঁ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্রহণযোগ্য হয় বিষয়টা তা না কিন্তু আবার একেবারেই কোনো কিছু হয় না সেটাও না যেমন আমি মনে করছি এবার সবাই বলতে ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একটা…

জিল্লুর রহমানঃ ট্যাক্স

অসীম কুমার উকিলঃ হ্যাঁ একটা ট্যাক্স দেয়া হয়েছে এটা নিয়ে সবার সমস্যাও বলছে। আমারও ধারণা যে বিষয়টি বিবেচনার সুযোগ রাখবে। মোবাইল ব্যাংকিং

আজকে বিকাশ তো বিকাশ বা নগদ আরকি একেবারেই সাধারণ মানু দিনমজুর, গার্মেন্টস কর্মী এরা এদের কাছে যে কত পপুলার সারাদেশে এটার উপর একটা করার প্লান প্রস্তাব করা হয়েছে। এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হতেই পারে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার মেজর কোন পরিবর্তন হবে সেটা আমি মনে করি না। এবার একটা বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে করোনাকালের অর্থনীতিটা আগে। এটা সারা বিশ্বের অর্থনীতি তো বিপর্যস্ত। পিকচার টা ক্লিয়ার না রেমিট্যান্সের প্রবাহ টা ক্লিয়ার না কিন্তু এখন যেগুলো আছে। এটি আস্তে আস্তে এটির প্রভাব গুলো যেমন গার্মেন্টসগুলো সচল আছে, রেমিটেন্সের প্রভাব টা চলছে সেটা কতদূর কন্টিনিউ করবে বলা মুশকিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে গুলোর মধ্যে একটা অচলাবস্থা আছে। কেবলমাত্র দেশের যে কৃষি সম্পদ আছে আর কি মাছ-মাংস,তরিতরকারি, শাকসবজি, দুধ, ধান, চাল এই প্রোডাকশনটা একটা সেটিং ফ্যাক্টরি লেভেলে আছে। যা সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। এটা সাংঘাতিক ভাবে আমাদের জন্য কাজে আসছে। এটা গত বছরের বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে কথা হয়েছে অনেক। গতবছর তো করোনাকালের বছরটাই পার করেছি। করোনাকালে তো সব কিছুতে কাজের গতি মন্থর ছিল বা কথাটা ঘুরিয়ে বলি নিয়মিতভাবে সবকিছু তদারকি করা সম্ভব হয় নাই। নিয়মিত সবকিছু কাজ করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাজেটে প্রস্তাবনাগুলো অনেক ক্ষেত্রে বাজেট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। মেগা প্রকল্প মেগা প্রকল্প গুলোতো আমিতো মনে করে আমাদের অর্থনীতিতে এটার পক্ষে সাফাই তো অনেক কিছু আছে। কিন্তু একেবারে মোটাদাগে আমি মনেই করি যে , বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হলে দেশের জিডিপিতে যে প্লাসটা হবে উত্তরবঙ্গের ১৪ টা ১৫টা জেলা সামগ্রিকভাবে যে উন্নয়নের সাথে একত্রিত হবে সাংঘাতিক ভাবে উপকার হবে। ঢাকা শহরে মেট্রোরেল প্রজেক্ট গুলো এটাতো এই বছরই চালু হবে। সম্পূর্ণ চালু না হলে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ চালু করা হবে। মাতারবাড়ি ডি এফ সি কোড এটাতো যে প্রজেক্ট মানে সিঙ্গাপুর সি পোর্ট করে। মাদার ভ্যাসেল রোড আনলোড করে সিঙ্গাপুর আজকে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মাতারবাড়িতে যে পোর্টটা হচ্ছে এটাও কোন অংশে কিন্তু কম না। যে কোন মাপের মাদার ভ্যাসেল এখানে এসে নম্বর করতে পারবে।লোড-আনলোড জায়গাগুলো করতে পারবে। হ্যাঁ রূপপুর-পারমাণবিক-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র আমার বিদ্যুতের জন্য তো খুব বিদ্যুৎ এখন আমরা শতভাগ বিদ্যুতায়ন এ চলে গেছে শতভাগ কথাটা বলছি স্ট্যাটিসটিক্যালি। হি ইজ অলসো ফ্রম স্ট্যাটিস্টিক ডিপার্টমেন্ট। ইফ ইট ইস ৯৫ পার্সেন্ট দেন ইট ইস ১০০ পার্সেন্ট। সো এটা হয়েছে এবং এটা গ্রাম হয়েছে শহর। গ্রামে গেলে যেমন ভাবে হারুন ভাই গ্রামে থাকতে পারতেছে, আমরাও গ্রামে থাকতে পারতেছি এর প্রথম কারণটা হলো বিদ্যুতের সরবরাহটা নিশ্চিতকরণ ফলে আপনার ইন্টারনেট কানেকশনটা পাচ্ছি, ডিস

কানেকশনটা পাচ্ছি। ঘুম থেকে উঠে পত্রিকাটা পাচ্ছি সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো উন্নয়ন হওয়ার কারণে এই গ্রামের অর্থনীতিতে চাপ পড়ছে। আমি তারপর এই জায়গা গুলো নিয়ে অগ্রসর হতে চাই তারা বলতেছে ফাইনালি যে সকল ক্ষেত্রেই কিছু টার্ম আছে, কিছু শব্দ আছে বাজেটের ক্ষেত্রে আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি করতাম সেই জায়গাগুলোতে মানি না মানবো না। এরকম কিছু শব্দ রয়েছে একজন অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে যে বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের বিশ্লেষণের জায়গাটাতে অনেক আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকবে। আবার বিপর্যস্ত অর্থনীতি তো সারা পৃথিবীর বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি মাইনাস। অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই ২৩ টি দেশ ছাড়া। সেই ২৩ টি দেশ পজেটিভ। পজিটিভ এর মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সারা পৃথিবীতে তৃতীয়। হাউ ইটস পসিবল এটাতো আমার বানানোর কথা না। এটা স্বাভাবিকভাবে বিষয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আমার জিডিপি পজেটিভ। ২৩ টি দেশ পজেটিভ তার মধ্যে বাংলাদেশ আছে। এটা একজন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে যে সমালোচনাগুলো তুলে ধরা হয় সেই কথাগুলো যদি সর্বক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমার পার ক্যাপিটা ইনকাম এরকম ভাবে কেন বাড়ছে। আমারতো উল্লেখ করার মত অনেক…

জিল্লুর রহমানঃ পার ক্যাপিটা ইনকামের বিপরীতে বলা যে এখানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছে। যারা ধনী তারা দ্রুত ধনী হচ্ছে কিছু মানুষের জন্য আসলে বাংলাদেশকে তৈরি করা হচ্ছে। আরেকটি দিক প্রবৃদ্ধির কথা বলবেন ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের ভাষায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে সুতো কাটা ঘুড়ির মতন। তার নাড়ির সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই সে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং এই প্রবৃদ্ধির হিসেব-নিকেশ কিন্তু প্রশ্ন আছে। প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষ পায় কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।

অসীম কুমার উকিলঃ না ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কথাগুলো বলেছেন কথাগুলো উনার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনরকম মিথ্যা কথা বলছে যে তা বলছি না আমি। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন আমি হয়তোবা স্বপ্নবিলাসী কথাবার্তা বলছেন। আমি যখন বাহারুন ভাই বাসার……

জিল্লুর রহমানঃ এখন আপনার ইনকাম 1 কোটি টাকা আমার ইনকাম এক হাজার টাকা গড় করে বললে

অসীম কুমার উকিলঃ না এরকম আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকলে তো কাজে ভিতর অভাবটা হতো না। আপনার যেই লোকটা করোনাকালে ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছে।

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু বাংলাদেশে তো নতুন দরিদ্র, দারিদ্র সীমার নীচে বেশকিছু মানুষ রয়ে গেছে।

অসীম কুমার উকিলঃওই স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে কথা বললে আগানোটা খুব কঠিন হবে। কিন্তু আমরা সাদাচোখে এগুলো নিয়ে যদি কথা বলি আমি সেই জায়গাটা আসতে চাই আমি যখন প্রথম ভোট ক্লাবের নাম শুনি তখন আমি চমকে উঠি। আরে ভোট ক্লাব আমি পরে ধারণা করলাম যে এখানে বোধহয় নৌকার রেস টেস হয় পরে গিয়ে খবর নিয়ে দেখলাম যে না এটা ক্লাবই নাম দিয়েছে ভোট ক্লাব। এটা চিটাগংয়ে আছে হয়তোবা নদীর পাড়েও আছে। আপনি বলেন এই ক্লাবগুলো কারা করছে। এটা কোন তদারকি আছে কিনা। আপনি জানেন গাজীপুরে কতগুলো রিসোর্ট আছে, বাংলাদেশে কতগুলো রিসোর্ট হয়েছে এই রিপোর্ট গুলোতে কারা যায়, কারা এই রিসোর্টের মালিক এগুলোর কোনো তদারকি কি আছে। বড়লোক হচ্ছে না যে আমি তা বলছি না কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কতৃপক্ষ যে আমরা ধরবো কথা বলব আর কি এই জায়গা গুলো কি তদারকি আছে। জায়গাগুলো তদারকি করা দরকার না। আপনার ধ্বনি ধ্বনি হচ্ছে, গরিব গরিব হচ্ছে এই জায়গাটা বাস্তবে নেভানো যাচ্ছে না। আমি এটা একদম ইনফর্মেশনের বেসিসে বলি ঈদের তিন দিন আগে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। একটু বের হয়েছি বাজারে বাজারে দেখেছি প্রচুর মানুষ। সেখানে ৭৫ পারসেন্ট মহিলা ২৫ পারসেন্ট পুরুষ। দোকানে যাচ্ছে বের হচ্ছে বলি কি ব্যাপার। কয় শাড়ি নেয়, লুঙ্গি নেয়, পাঞ্জাবি নেয়। কই কি ব্যাপার বলে সব বিক্রি হয়ে গেছে। কারণটা কি কয় বুঝলাম না ধানের দর ১০০০ টাকা। ৫ মণ ধান বিক্রি করে কৃষক টাকা দিয়ে কৃষাণীকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাজার থেকে এবং সেটা আমি আপনাকে বলছি যে আমি খবর নিলাম নেত্রকোনা বাজারে পাঠাবো। নেত্রকোনা বাজারও ফাঁকা। আমি ভাবলাম যে কিশোরগঞ্জ। আমার জায়গাটা এরকম নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিং থেকে একদম সমান ডিসটেন্স। ময়মনসিংহে নাই, কিশোরগঞ্জেও নাই। অর্থাৎ তাহলে এগুলো কোথায় গেল আপনি বলতেছেন ধনী-গরিবের

জিল্লুর রহমানঃ বৈষম্য

অসীম কুমার উকিলঃ গরিব গরিবই হচ্ছে ধনী ধনীই হচ্ছে

জিল্লুর রহমানঃএই পার্থক্যটা গ্যাপটা অনেক বেশি।

অসীম কুমার উকিলঃ না আমি সেই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করছি।পার্থক্য তো আছই। ধনী-গরিবের পার্থক্যটা না থাকলে ধনী আর গরীব কিভাবে বোঝা যাবে।

জিল্লুর রহমানঃ না পার্থক্যের তো একটা মাত্রা থাকবে। সেটি মাত্রাছাড়া।

অসীম কুমার উকিলঃ হ্যাঁ সেই মাত্রাটুকু আছে।

জিল্লুর রহমানঃ আপনি মনে করছেন মাত্রা আছে।

অসীম কুমার উকিলঃহ্যাঁ আমার কাছে তো মাত্রাটুকু আছে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার হারুনুর রশিদ

হারুনুর রশিদঃ জনাব অসীম কুমার উনি যেটা বলেছিলেন যে বাংলাদেশের যে সমস্ত রিসোর্ট, বিভিন্ন হোটেল, বিভিন্ন ক্লাব এগুলো গড়ে উঠছে কোনো তদারকি নাই। এগুলোর খবর নাই। আসলে বাংলাদেশে বর্তমানে সুশাসনের একটা বড় অভাব। এবং সবচাইতে সুশাসনে অভাবের কারণে কিন্তু আজকে দুর্নীতি রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করে গেছে। এবং দুর্নীতির নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের একটা ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। আজকে এই অবস্থা কারণটা হচ্ছে দেশের জবাবদিহিতার অভাব। দেশের জবাবদিহিতা না থাকলে স্বাভাবিক কারণেই আজকের বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে একটা বাজেট এর সবচাইতে আপনি যদি মূল্যায়ন করতে চান যে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আপনাকে সর্বপ্রথম বিবেচনায় নিতে হবে। যে বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কি অবস্থায় কাজ করছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনার শেয়ার বাজার, ব্যাংকগুলো বলেন, আজকের ব্যাংকগুলোতে তারল্যের সংকট নাই কিন্তু ব্যাংক গুলো আছে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাংকগুলো থেকে আজকে ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতারা কোটি কোটি টাকা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে তারা পরিশোধ করছে না তাদেরকে আপনার দেউলিয়াও করা হচ্ছে না। তাদেরকে আপনার সেভাবেই ইয়েও করা হচ্ছে না। যার ফলে বাংলাদেশের ঋণ খেলাপির সংখ্যা বাড়ছে। বিপুল পরিমানের টাকা তারা আত্মসাৎ করে আজকে দেদারসে ধনী গরিবে পার্থক্য বৈষম্য তৈরী করছে। এগুলো আছে এগুলো আমাদের সুশাসনের অভাবের কারণে এগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করতে গেলে আমি এই যে বড় বড় মেগা প্রকল্প কথা বলছি মেগা প্রকল্প অবশ্যই প্রয়োজন আছে। যেমন পদ্মা সেতু সম্পূর্ণ হওয়ার দরকার আছে। মেট্রোরেল কাজ চলতেছে এগুলো সম্পূর্ণ হওয়ার দরকার আছে কিন্তু আরো যে সকল প্রকল্প গুলো এরকম দুর্যোগময় সময়ে সে গুলোকে আপনাদের বিবেচনায় নিতে হবে। আর সবচাইতে বড় কথা তো মেগা প্রকল্প আপনি বাস্তবায়ন করছেন সম্পূর্ণ বৈদেশিক ঋণে। আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে না। আজকে আমি বিএনপির একজন কর্মী হিসেবে বলতে চাচ্ছি আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর অর্থনীতিতে গড়ে তোলা। এবং সে কারণে আমাদের সাবেক

অর্থমন্ত্রী নাইনটি ওয়ানে আপনার ওই আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের জন্য ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে সেদিন অসীমদা সেইদিন ৭২ ঘণ্টার হরতাল দিয়েছিল। মানি না মানবো না এই গরীব মানার বাজেট মানবো না। কিন্তু স্টাবলিশ টোটাল রাজস্বের ফোরটি পার্সেন্ট আসছে কিন্তু ভ্যাট থেকে এবং ভ্যাটকে আরো আধুনিকীকরণ করার জন্য। আরো অভ্যন্তরীণ অর্থ আমাদের রিসোর্স হিসেবে যোগান দেয়ার জন্য এটাকে আরো আধুনিকরণ করা হচ্ছে। এটা আধুনিকরণ করা হলে দেখা যাবে আগামী ২,৩ বছরে ৬০ পার্সেন্ট আমরা ভ্যাট থেকে টাকা আদায় করতে পারব। তো এটা আমাদের সবচাইতে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে আমরা এই জায়গাগুলোতে স্বচ্ছতা আনয়ন করতে পাচ্ছিনা। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলছে আমরা ডিজিটালে অনেক অগ্রসর হয়েছি। আজকে আপনার বিদেশে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। আপনি এত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ নিয়ে সমস্ত মেগা প্রকল্প অর্থায়ন করছেন রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প থেকে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাব সেখানে ১ লক্ষ কোটি টাকার উপরে আমাকে ব্যয় করতে হচ্ছে। অথচ দুই হাজার ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে কিন্তু আমাদের ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা লাগবে যদি তাপবিদ্যুৎ ইয়াতে যাই। আজকে আপনার সারা বিশ্বেই বৈশ্বিক পরিবর্তনের কারণে কয়লা বিদ্যুৎ থেকে সরে আসছে। চায়না বলেন, ইন্ডিয়া বলেন সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অথচ আমরা বিপুল পরিমানের কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পেছনে আমরা এখানে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কয়লা বিদ্যুৎ স্থাপন করছি। কিংবা পরিবেশবিদরা এগুলো বলে এসেছে যেগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবছর বৃক্ষ রোপন করতে গিয়ে বললেন আমাদের অধিক গাছ লাগান পরিবেশ রক্ষা করুন। একদিকে আপনি গাছ লাগাবেন এবং আগামীকাল কার্বন নিঃসরণে প্রক্রিয়া আপনি বাড়িয়ে দিবেন তাহলে তো এটা হল না। যে কারণে আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে সমস্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে যে আমাদের ব্যাপক দুর্বলতা এই দুর্বলতা পেছনে দেশে সুশাসনের অভাব, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব। আছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ যদি থাকতো মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাগুলি যদি থাকতো, আজকে যদি এখানে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন হত এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়া দিয়ে যদি রাষ্ট্র চলত, আমি রাজনীতিক কথা চলে আসলাম এই কারণে যে একটা রাষ্ট্র জন্ম হয় কিন্তু রাজনীতির কারণে। রাজনীতি মধ্য দিয়ে ৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। রাজনীতি না থাকলে বাংলাদেশে জন্ম হতো না। আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি নিখোঁজ হয়ে গেছে। রাজনীতি নাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আজকে বিলুপ্ত। রাজনীতি যদি না থাকেন মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি না থাকে যদি সরকারি দল বিরোধী দল আলোচনা করার সুযোগ থাকত যে আমাদের এই এই রাষ্ট্রের দুর্বলতা।

এই এই যায়গা গুলোতে আমাদের সবার করতে হবে। এই এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজকে সবার করতে হবে। আছে কল্পনা করা যায় না নির্বাচন কমিশন আমাদের নির্বাচন কমিশন ১১৯ নাম্বার পরিচ্ছদের পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি। আমি উদ্যোগের সঙ্গে বলছি আমি লক্ষ করলাম নির্বাচন কমিশন থেকে এনআইডি আজকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এটাল তাহলে সংবিধান আমাদের সংশোধনে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই নির্বাচন কমিশন যদি আপনার ভোটার তালিকা বা এনআইডি প্রস্তুত ওয়ান ইলেভেনের সময় নির্বাচন কমিশনই করেছে। এই ধরনের বিভিন্ন রকম উদ্বেগ গুলো আমাদের যে একটার পর একটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো শুভ সংবাদ পাচ্ছি না যে বাংলাদেশে আজ মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকারটা আজকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এইটা কখন ফিরে আসবে। এখানে আমি যেভাবেই বলি না অন্যান্য মত প্রকাশের যদি আমি সম্মান না করি, অন্যান্য মতপ্রকাশের যদি গুরুত্ব না দেয় তাহলে সংকট আরো বাড়বে ।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ মিস্টার অসীম কুমার উকিল। না আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতা তো আছেই। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এতগুলো মিডিয়া এতগুলো নিউজ মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া সবকিছু মিলে মদ প্রকাশ হচ্ছে না এরকম তো কোনো বিষয় নাই। প্রকাশ হচ্ছে এবং পার্লামেন্টে মাননীয় সংসদ সদস্য হারুন ভাই যখন বক্তৃতা দেয় তখন আমরা সবাই শুনি। জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে। জায়গাগুলোতে ক্ষত আছে। এক ক্ষত রাখার, না শুকানোর দায় দায়িত্ব তো ভাগ করে নিতে হবে। আওয়ামী লীগের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বিএনপি নিজেকে নির্দোষ ভাবার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা তো চাই যে এই জায়গা গুলো তো আমাদের সকল আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রবিন্দু থাকুক। পার্লামেন্টের সকল কিছুর আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রবিন্দু হোক। সে পার্লামেন্ট কে চালু করতে গেলে নির্বাচন কমিশনকে সাজাতে হবে সাজানো হোক। নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানোর কথা আমি ইতিপূর্বে এখানে এসে বলেছি যে বিএনপি'র দিক থেকে একটা প্রস্তাবনা থাকতেই পারে, জনমত তৈরি করা, আবার আলোচনা করা, সরকারের সাথেও বৈঠক করার সুযোগগুলো থাকে। নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানো ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। নির্বাচন কমিশন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। যার ম্যানপাওয়ার বেড়েছে, ফিনান্সিয়াল পাওয়ার গুলো বেড়েছে, অনেক বেশি শক্তিশালী করা হয়েছে। তারপর এই নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়াটি কারো কারো দ্বিমত আছে। সেটি তো স্বাভাবিক এটি অস্বাভাবিক কিছু তা তো নয়। তাহলে স্বাভাবিক হলে এটার পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। কি পদ্ধতিতে আমরা শক্তিশালী যুগোপযোগী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারি সেই বিষয়গুলো আলোচনা

টেবিলে নিয়ে আসা দরকার, প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে আসা দরকার। পার্লামেন্ট কে শক্তিশালী করতে চাচ্ছি। আমরা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ক্ষমতা পালাবদলের জায়গাটিতে নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই রাখতে চাচ্ছি। এর বাইরেও যে প্রক্রিয়া সেটি কোন মতেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে ক্ষমতার পালাবদলের কোন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় স্বৈরাচারী, সামরিক শাসন হাত ধরে ক্ষমতার পালাবদলে সেই জায়গাগুলোতে যাওয়ার সুযোগ আছে বলে আমি মনে। তাহলে আমরা সেই জায়গাগুলোতে আপনারা অ্যাড্রেস করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টা তো আসবেই। আমি তো বলছি না আমি কথাটা হয়তো একটু ঘুরিয়েই বলছি যে সক্ষমতার অভাব, দক্ষতার অভাব আমরা সেই জায়গাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ, সকলে উপস্থিতি, সকলের সহযোগিতা দরকার। এককভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কিংবা এককভাবে বিএনপি'র পক্ষে সামগ্রিকভাবে সমস্ত সংকটকে মোকাবেলা করার, উত্তোলন করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। কাজে সুশাসন বলেন আর দক্ষতা বলেন সবকিছুই হল সকলের দায়-দায়িত্বটুকু আছে। এটা একদিনের তৈরি হয় না নির্বাচন প্রক্রিয়া তো আমাদের ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভোটার আইডি কার্ড বা এনআইডি কার্ড আমরাইতো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তৈরি করেছি। তো সামনের দিনগুলোতে এ বিষয়গুলো নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া কে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সকলে মিলে কাজ করতে হবে এবং সকল পক্ষ থেকেই এগুলো ওপেন হওয়া দরকার। প্রস্তাবনা ওপেনলি আসা দরকার যার উপর দাঁড়িয়ে জনমত তৈরি করা একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার হারুনুর রশীদ এবং অসীম কুমার উকিল আমাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। দর্শক আমার দুই অতিথি দুটা প্রধান রাজনৈতিক দলের কথা বলছিলেন। দেশে করোনা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট সেটি উনারা মনে করেন করোনা মোকাবেলার জন্য একটা সুস্পষ্ট রোডম্যাপ থাকা দরকার যেখানে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো থাকবে। আমাদের হসপিটালগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তৃতীয় ঢেউ আসলে আমরা সেটি মোকাবেলা করতে পারবোনা এই বিষয়ে জন্যস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি ভাবে একমত। সে প্রস্তুতিটা আমাদের দরকার। আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগে উনারা বলছিলেন যে যতটা না অনাচার দুর্নীতি আছে তার চাইতে বেশি আছে অদক্ষতা এই বিষয়ে দুইজনেই একমত। যদিও মিস্টার হারুন অর রশিদ অনিয়ম, অনাচার্যের নীতির কথা বলেছেন। দক্ষতায় যে সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটি মিস্টার অসীম কুমার বলছিলেন। বাজেট প্রণয়নে এম পি দের কোন ভূমিকা আছে কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন দুজনই তুলেছেন আসলো সেই অর্থে তেমন

কোনো ভূমিকা নেই এবং বাজেট নিয়ে সংসদে আলোচনা হয় তার সিংহভাগই বাজেট নিয়ে থাকে না এবং সেই আলোচনাটুকু বাজেট নিয়ে হয় সেটির প্রতিফলন আমরা শেষ পর্যায়ে যখন পাস হয় তখন দেখতে পাই না। এটি বিশেষজ্ঞদের মতামত। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রয়োজনীয়তার কথা উনারা দুইজন বলছিলেন। এবং এবারের মিস্টার হারুন উর রশিদ বলছিলেন যে পেপারের বাজেটের ঘাটতি বেশি বৈদেশিক অভ্যন্তরীণ নির্ভর হয়েছে এই বাজেট। এই বাজেট যেভাবে হচ্ছে তাতে করে এটি বাস্তবায়নের দক্ষতা এবং সখ্যতা নেই। অন্যদিকে মিস্টার অসীম কুমার উকিল এই বিষয়ে পুরোটা একমত নন তবে সঙ্কটগুলো আছে সেটি তিনি বলছেন এবং তিনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে অভূতপূর্ণ উন্নতি হয়েছে। সমস্যা আছে সংকট আছে তারপর এখানে পার ক্যাপিটা ইনকাম বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে জিডিপি সন্তোষজনক বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবার উপরে আছে। কিন্তু আলেই আলোচনাগুলো করতে করতে মিস্টার হারুনুর রশিদ মেগা প্রকল্পের ব্যয় কমিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। বরং সামাজিক সুরক্ষা খাত, জলবায়ু পরিবর্তনের যে অধিকার, স্বাস্থ্য শিক্ষায় মনোযোগ বেশি দিতে বলেছেন, ব্যয় বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতি নিখোঁজ তিনি বলছিলেন এই কথা বলতে বলতে গণতন্ত্র, সুশাস, নির্বাচন, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়গুলো উল্লেখ করেছিলেন এবং মিস্টার অসিম কুমার বলছিলাম যে এগুলো নতুন কিছু নেই এগুলো অনেক পুরনো এবং এই সংকটগুলো এককভাবে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কারো পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সেটি মোকাবেলা করতে হবে সম্মিলিত ভাবে। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।